ঢাকা, সোমবার, ৮ আগস্ট ২০০৫
২৪ শ্রাবণ ১৪১২, ২ রজব ১৪২৬
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২৬৭

প্রথম আলো

*রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জবস ফেয়ারে' চাকরিপ্রার্থীদের ভিড় —প্রথম আলো*

# 'জবস ফেয়ারে' সব শ্রেণীর চাকরিপ্রত্যাশীদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদক

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রবেশপথ থেকে শুরু করে সব দিকে হরেক রঙের কাপড় দিয়ে সাজানো হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে মূল গেট পেরোলেই ছোট ছোট স্টল। ব্যতিক্রমধর্মী এ মেলায় কেউ পণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কেউবা পণ্যের খোঁজে। তবে মূর্ত পণ্য নেই কিছুই। চাকরি দিতে চায় এমন প্রতিষ্ঠান এবং চাকরি নিতে চায় এমন উদ্যমী মানুষ গতকাল রোববার জড়ো হয়েছিলেন এই মেলায়।

ষাটোর্ধ্ব আবদুল জয়নাল আবেদীন ৩৮ বছর প্রাথমিক শিক্ষকতা শেষ করে কিছু দিন আগে অবসরে গিয়েছেন। জীবনের প্রয়োজনে এই অবসর তার জন্য বিলাসিতা। পত্রিকায় চাকরির মেলার খবর দেখে ঢাকায় চলে এসেছেন তিনি। ফটোকপি মেশিনের অপারেটরের চাকরি জন্য মেলায় আসা জয়নাল আবেদীন আত্মবিশ্বাসী, চাকরি তার হবেই। বায়োটেকনোলজি পাস করে এসেছেন বজলুর রহমান। একটি রাবার ইন্ডাস্টিজে চাকরির সাক্ষাৎকার দিলেন তিনি। জান্নাত সবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করেছেন। ইন্টারনেটে দেখে এসেছেন জব ফেয়ার। জানালেন, কাল সকালে তার ইন্টারভিউ। চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে মানসিক যে চাপ থাকে, এখানকার আবহ তাকে তা থেকে মুক্ত রেখেছে বলে জানালেন জান্নাত।

ওসমানী উদ্যানের চত্বর থেকে শুরু করে মিলনায়তন এবং মিলনায়তনের সামনে তরুণ-তরুণীদের সবাক উপস্থিতি। তারই মধ্যে এক কোনায় চলছে দিনভর ইন্টারভিউ। চাকরির সাক্ষাৎকারের কিছু সময় পরেই বাইরে বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফলাফল। কেউবা বোর্ডে নম্বর দেখতে দেখতে নিজের নম্বর খুঁজে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। কেউ বা বিরস মুখে ফিরে যাচ্ছেন।

যুব কর্মসংস্থান সোসাইটি আয়োজিত দু দিনের এই জব ফেয়ার উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাঙ্গার প্রজেক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, তথ্য সচিব ড. মাহবুবুর রহমান, এফবিসিসিআইর প্রেসিডেন্ট আবদুল আওয়াল মিন্টু, যুব উন্নয়ন অধিপ্তরের পরিচালক রমণী মোহন চাকমা প্রমুখ বক্তৃতা করেন।